রহস্যময় ডুল্যান্সার ও ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং

মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী

২০০৫ সালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একদিন আমার এক বন্ধু বলল, তার কাছে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার একটি বিজনেস আছে। লেখাপড়া বাদ দিয়ে অমন রাতারাতি বড়লোক হওয়ার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। তারপরও নাছোড়বান্দা বন্ধুর জন্য তার বিজনেসের কথা শুনতে হয়েছিল।

আমার সেই বন্ধু বেশ কিছুদিন লেখাপড়া বাদ দিয়ে দেখি সারাদিন কিসের ডান আর বামের হিসাব করে। তার এই ডান আর বামের হিসাব করতে করতে সে আমার মেসের কমন টাকা থেকে ধার করে প্রায় ১০ হাজার টাকা বিনিয়োগও করে ফেলেছে। সারাদিন সে অখন মেসে মেসে ঘুরছে তার ডান হাত আর বাম হাতের জন্য। মাঝে মাঝে সে আমাকে তার কতটা ডান হাত কতটা বাম হাত হলো সে হিসেব দেয়। আমার দিকে তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলে, আমি বড় ধরনের এক বোকা। আমিও মোটামুটি নিজের নির্বুদ্ধিতা আর আমার বন্ধুর ব্যবসায়িক বুদ্ধির কথা চিন্তা করে উদাস হই। দিন ভালোই কাটছিল, এর মধ্যে আমার ওই বন্ধু আমার আরো কিছু চালাক বন্ধুকে তার হাত বানিয়ে ফেললো। এদিকে আমার প্রায় সব বন্ধু মিলে টাকা দিয়ে কী কী করবে তার হিসাব কষছিল। আর আমি আমার আরেক বোকা বন্ধু মিলে তাদের প্ল্যান মুগ্ধের মতো শুনতাম। দিন বেশ যাচ্ছিল, হঠাৎ করে একদিন দেখি আমার সব বন্ধুর মন খুবই খারাপ। আমি তাড়াতাড়ি একজনকে জিজ্ঞাস করলাম কিরে কী হয়েছে সে যা জানাল, তা শোনার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। সে বলল তাদের কোম্পানি নাকি রাতারাতি উধাও হয়ে গেছে। আমারতো প্রথমে বিশ্বাসই হচ্ছিল না। এত বড় কোম্পানি, বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকস ছাত্র যাদের ডান হাত বাম হাত, তারা কিনা রাতারাতি উধাও।

পরে জানা গেল আসলেই তারা উধাও, আমার প্রায় সব বন্ধুরই ৫ হাজার টাকা করে লস। পাঠক, ৫ হাজার কিন্তু তখন অনেক টাকা আমাদের কাছে। ৫ হাজার টাকা দিয়ে দিব্বি ২ মাস চালিয়ে দিতাম তখন। আমার সব বন্ধুই তখন বেশ মনমরা হয়ে থাকে। পরিশেষে সেই সেমিস্টারে এক গাদা কোর্স ড্রপ দিয়ে তারা তাদের লোভের মাশুল পুরো করে।

সচেতন পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছেন, আমি কোনো সে মহান বিজনেসের কথা বলছি। এই মহান বিজনেস পরে বিভিন্ন নাম নিয়ে আমাদের মাঝে এসে আমাদের প্রচুর টাকা, সময় এবং মেধা নষ্ট করেছে। MLM বিজনেস খালাখাটি আর সোনাদানা নিয়ে থাকলে আমার কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু ইদানিং শুনতে পাচ্ছি এই ধান্দাবাজি বিজনেস আমাদের কর্মক্ষেত্র, আইটিতেও প্রবেশ করেছে।

যেহেতু গত ৬ বছর ধরে আমি ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে কাজ করছি, তাই অনেকে আমাকে Dolancer.com নিয়ে প্রশ্ন করেছে। কিন্তু সাইটটি সম্পর্কে তেমন কিছু না জানাতে সবাইকে বলেছি, আমি কিছু জানি না। ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে আমরা যে গুগল গ্রুপ (http://groups.google.com/group/bdoutsourcing) চালাই সেখানে জানতে পারলাম Dolancer.com বাংলাদেশ থেকেই অপারেট হয়। সবসময় আন্তর্জাতিক মার্কেট প্লেসে কাজ করে এসেছি, নিজ দেশের একটা মার্কেট প্লেস আছে শুনে বেশ ভালো লাগল। সেখান থেকে একটা কৌতূহলও তৈরি হলো সাইটটি সম্পর্কে জানার।

ডুল্যান্সার ওয়েব সাইটের হোম পেজ

প্রথমে সাইটটি দেখেই খটকা লাগলো এর লুক অ্যান্ড ফিল দেখে। আমার সন্দেহ আরো গাঢ় হলো যখন দেখলাম

- 114987 freelance professionals
- $1267884.24 user earnings
- 350 projects completed
- 39 projects available

যা যেকোনো ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসের সাথে তীব্রভাবে বেমানান। মাত্র ৩৫০টি কমপ্লিটেড কাজ করে সাড়ে ১২ লাখ ডলার। প্রতি কাজের জন্য গড়ে ৩২৫ ডলারের বেশি তা যাই হোক ১ লাখ ১৫ হাজার কর্মী ১২ লাখ ডলারের বেশি কাজ করেছে দেখে ভালো লাগল। তাই তাদের শীর্ষ এমপ্লয়ার আর শীর্ষ ওয়ার্কারের লিস্ট দেখার সাধ হলো। যা দেখলাম তা দেখে তো আমি হতবাক, লিস্টতো পুরোই ফাঁকা। পাঠক আপনিইও দেখতে পারেন।

http://www.dolancer.com/top-employers
http://www.dolancer.com/top-workers

এই ধাক্কা সামলাতে চিন্তা করলাম সাইটে রেজিস্ট্রেশন করে দেখি। রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে দেখি আমাকে কমপক্ষে ৩০/১০০/৩০০/৫০০ ডলার দিয়ে প্যাকেজ ▸

কিনতে হবে। ঠিক এ জায়গাতে এসেই যেকোনো ফ্রিল্যান্সিং কর্মী বুঝে যাবে যে, সাইটি কোনোক্রমেই মানসম্মত নয়। কারণ বিশ্বের কোনো জনপ্রিয় ও মানসম্মত ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং সাইটই (যেমন: odesk.com, freelancer.com, vworker.com) কোনো ধরনের রেজিস্ট্রেশন ফি নেয় না। সাইটে রেজিস্ট্রেশনের জন্য রেফারেন্সে দেখি বাধ্যতামূলক! তারপর যা দেখলাম, তা দেখে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের বিরস মুখের কথা মনে পড়ে গেলো, সে গল্প পাঠককে আগেই বলেছি। এতো দেখি ভাল আর বামের খোলা ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসেও। বিশ্বাস না হলে ঘুরে আসুন,

http://www.dolancer.com/signup

সাথে সাথে সাইটটির whois রেকর্ড খুঁজে বের করলাম। তাতেও সাইটটি সম্পর্কে খারাপ ধারণাই পেলাম। যারা একটু টেকনিক্যালি সাউন্ড তারা ঘুরে আসতে পারেন।

http://www.robtex.com/dns/dolancer.com.html?tab=all

যে অতি বিখ্যাত Dolancer Outsourcing Inc. কোম্পানির কথা বলা হচ্ছে, তার কোনো আলাদা ওয়েবসাইটেরও সন্ধান পাওয়া গেল না। Google স্ট্রিট ভিউয়ে যে বাসটি পাওয়া গেলো তা যেকোনো মাল্টিমিলিয়ন কোম্পানির জন্য বেমানান। যদিও বুঝা গেলো না কোম্পানিটি ওইখানে আদৌও আছে কিনা। ইন্টারনেট থেকে জানতে পারলাম আদৌ কোম্পানিটিকে ওই জায়গায় পাওয়া যায়নি (http://www.trulia.com/voices/Market_Conditions/I_WANT_TO_KNOW_THAT_DOLANCER_OUTSOURCING_INCORPOR-337407)।

যদিও ভুল্যান্সার বিভিন্ন প্রজেক্টের কথা বলে তবে সাইট থেকে সে ধরনের বিশ্বস্ত কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, তাদের সাইট বা ব্যবসায় এত জনপ্রিয় হওয়ার কারণ কী? তাদের বিজনেস মডেলটাই বা কী? প্রকৃতপক্ষে তাদের বিজনেস হলো (যদিও সে সম্পর্কে কোনো তথ্য ওয়েবসাইটে নেই)

১. অ্যাড ক্লিক, ২. রেফারেল সিস্টেম।

অ্যাড ক্লিকের জন্য প্রতি ব্যবহারকারী ১ সেন্ট (৭০ পয়সা) করে পায় প্রতিদিন। আর রেফারেল সিস্টেমের জন্য পাবেন ৫% করে। শুধু তাই নয়, এইখানে আপনি ৫ জেনারেশন পর্যন্ত জেনারেশন ইনকামও পাবেন।

১ম জেনারেশন ইনকাম = আপনি পাবেন তার ৫%।
২য় জেনারেশন ইনকাম = আপনি পাবেন তার ৩%।
৩য় জেনারেশন ইনকাম = আপনি পাবেন তার ২%।
৪র্থ জেনারেশন ইনকাম = আপনি পাবেন তার ১%।
৫ম জেনারেশন ইনকাম = আপনি পাবেন তার ০.৫%।

আসলে সবার আগ্রহের জায়গাটা এই রেফারেল সিস্টেমেই। নতুন নতুন সদস্য সংগ্রহ কর আর মাস শেষে টাকা গুনে নাও। যার সাথে প্রকৃতপক্ষে ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের কোনো সম্পর্ক নেই।

এখন আসি আমার মূল আশঙ্কার জায়গায়। নিজের ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আউটসোর্সিংয়ের মূল ধারাটি হলো বিভিন্ন কমপিউটার বা কমপিউটিং সম্পর্কিত কাজ। সহজভাবে বললে, প্রোগ্রামিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, ওয়েব ডিজাইন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, এসইও, ডাটা এন্ট্রি ইত্যাদি। এসব কাজ করার জন্য দক্ষতা দরকার এবং কাজ করতে করতেও দিনে দিনে দক্ষতা বাড়ে। এছাড়াও ইন্টারনেটে অ্যাড ক্লিক করে বিভিন্ন পিটিসি সাইট থেকে আয় করা সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হলো ৯৯% পিটিসি সাইটই হলো ভুয়া এবং এতে কোনো দক্ষতা তৈরি হয় না। আয়ও খুবই কম। ব্যক্তিগতভাবে তাই আমি পিটিসিতে ক্লিক করে আয় করাকে সত্যিকার অর্থে

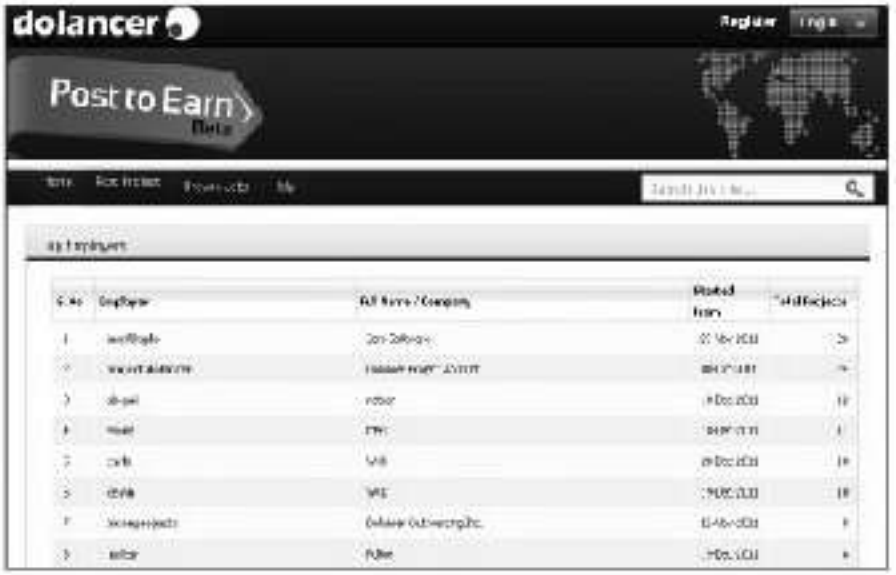

আউটসোর্সিং বলতে নারাজ। এর চেয়ে বরং যে সময় এসব কাজে ব্যয় হয় সে সময়ে অন্য কোনো দক্ষতা (প্রোগ্রামিং, এসইও) অর্জনের চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ। বিশেষ করে ছাত্র সমাজের জন্য দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই।

এখন আমি যা বলব তাহলো সবচেয়ে ভয়ের কারণ। বিভিন্ন সূত্র, এমনকি ভুল্যান্সারের ফেসবুক পেজেও এ তথ্য পাওয়া যায়, যে সার্ভারের মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে কাজ (প্রতিদিন ১০০ লিংক ক্লিক করে ৭০ টাকা করে মাসে ২১০০ টাকা আয়। যদিও প্রথমেই তার কাছ থেকে ৭০০০ টাকা নিয়ে নেয়া হয়।) বিতরণ করা হয় তা মাঝে মাঝেই বন্ধ থাকে।

একজনের দাবি তার অ্যাকাউন্টে ৩,৭৩ ডলার ছিল এখন কোনো কারণ ছাড়াই আছে ২.৪৪ ডলার।

এরকম হাজারো অসঙ্গতি নিয়ে চলছে এদের কার্যক্রম শুধু আমাদের অজ্ঞতা আর অল্প পরিশ্রমে বেশি আয় করার লোভের কারণে ভুল্যান্সারের মতো কোম্পানি (যেমন- স্পিক এশিয়া, রিয়েল সার্ভে অনলাইন ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে) আমাদের হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। বারবার নিঃস্ব হচ্ছি আমরা। তাই এখনই সময় সতর্ক হওয়ার, অন্যকে সতর্ক করার। তা না হলে Dolancer.com-এর সার্ভার একদিন ঠিকই চিরতরে বন্ধ হবে কিন্তু তখন আর আমাদের হাতে কোনো ব্যাকআপ কপি থাকবে না।

পরিশেষে বলতে পারি, ভুল্যান্সারকে ফিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের সাথে জড়িয়ে ফেলে প্রকৃতপক্ষে ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের মূল ধারণাকেই বিতর্কিত করা হচ্ছে। যার সুদূর প্রসারী ক্ষতি হলো আমাদের সম্ভাবনাময় ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং খাতের অপমৃত্যু।

ভুল্যান্সার নিজেদের পরিচয় দেয় ফ্রিল্যান্সিং সাইট হিসেবে। তবে এটি আসলে কোনো ফ্রিল্যান্সিং সাইট নয়। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলো হলো oDesk.com, Freelancer.com, Guru.com, eLance.com ইত্যাদি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় এসব সাইটে সদস্য হতে কোনো টাকা লাগে না। অথচ Dolancer-এ সদস্য হতে দিতে হয় ১০০ ডলার (বাংলাদেশী টাকায় ৭০০০ টাকা)। সদস্য সংগ্রহ থেকেই প্রতারণার শুরু। সাধারণ মানুষের ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে ধারণা না থাকায় তারা ওডেস্ক বা ফ্রিল্যান্সার ডটকমের মতো সাইটে না গিয়ে ভুল্যান্সার সাইটে ১০০ ডলার দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলছে।

প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব নিয়ে মিথ্যাচার

ভুল্যান্সার কর্তৃপক্ষ দাবি করে তাদের প্রতিষ্ঠানের বয়স ১২ বছর। এটি একটি মিথ্যা কথা। প্রতিষ্ঠানটি যেহেতু নিজেদের আউটসোর্সিং সাইট হিসেবে দাবি করছে, সুতরাং তাদের ব্যবসাও অনলাইনেই হওয়ার কথা। আর অনলাইনে তাদের ব্যবসায় হলে তাদের প্রতিষ্ঠানের ডোমেইন নাম (dolancer.com) ১২ বছরের পুরনো হওয়ার কথা। অথচ তাদের সাইটটি পরীক্ষা করে দেখা যায় এটির বয়স মাত্র ১ বছর। এই সাইটের ডোমেইন কেনা হয়েছে GoDaddy থেকে, রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১১। হালনাগাদ করা হয়েছে গত ২৭ সেপ্টেম্বর। হোস্টিং কেনা হয়েছে SoftLayer নামের সস্তা একটি প্রতিষ্ঠান থেকে। ডোমেইন নাড়ি-নক্ষত্র জানা যাবে নিচের লিংক থেকে: http://who.godaddy.com/whois. ▶

aspx?domain=dolancer.com&prog_id=GoDaddy

এটি কি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান?

কোনো সদস্যকে কোম্পানির তথ্য দেয়ার সময় বলা হয় ডুল্যান্সার একটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান, এটিও একটি চরম মিথ্যা কথা। প্রকৃতপক্ষে ঢাকার মিরপুরের রোকন ইউ আহমেদ এই সাইটটি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আরেকটা বিষয়, সাইটে লেখা রয়েছে এর সদস্য ফি ১০০ ডলার। অথচ সেটা নেওয়া হয় বাংলাদেশী টাকায় ৭০০০ টাকা। ইউএস ডলারের বর্তমান বাজার দর ৮২-৮৪ টাকা, সেই হিসেবে ১০০ ডলার হওয়ার কথা ৮২০০-৮৪০০ টাকা! সাইটটি যদি যুক্তরাষ্ট্রেরই হবে তাহলে ৭০০০ টাকার অতিরিক্ত যে টাকা এগুলো নেয় কে?

বাংলাদেশ থেকে অনলাইনে টাকা পাঠানোর কোনো নিয়ম নেই। বাংলাদেশ থেকে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে কোন উপায়ে টাকা পাঠায় ডুল্যান্সার কর্তৃপক্ষ?

আরেকটা বিষয়, বিভিন্ন ইন্টারনেট র‍্যাংকিং টুল ব্যবহার করে জানা যায়, ডুল্যান্সার সাইটের ৯৯.১% ভিজিটর বাংলাদেশ থেকে! একটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানের সাইট, আর তার ৯৯.১ শতাংশ ভিজিটর বাংলাদেশ থেকে, এটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য?

আয়-রোজগার

সদস্যদের দৈনিক ১০০টি ওয়েবসাইটের লিংক দেওয়া হয়। সেই লিংকগুলোতে ক্লিক করে প্রতিটা লিংকে ৩০ সেকেন্ড করে থাকতে হয়। সদস্যরা প্রতি ক্লিকে ১ সেন্ট, ১০০ ক্লিকে ১ ডলার। সেই হিসেবে মাসে ৩০ ডলার পান একেকজন সদস্য। সদস্যের জমা দেয়া ১০০ ডলার তুলতে গেলেই ৪ থেকে ৫ মাস লেগে যায়! এরপরই মূলত প্রতিমাসে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা লাভ আসবে একেকজন সদস্যের। ততদিনে একেকজন সদস্যের মাধ্যমে আরো অনেকে যুক্ত হয়ে পড়বে সাইটটিতে। এরপর ডুল্যান্সার যদি হারিয়ে যায় তাহলে তার দায়ভার কে নেবে? প্রতিষ্ঠানটির কি আইনগত কোনো ভিত্তি আছে? (ইতোমধ্যে স্পিক এশিয়ার ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটেছে, অনেকেই নিঃস্ব হয়েছেন।)

সাইটের কাজের পরিসংখ্যান

এটি হচ্ছে The world's largest outsourcing & Website leasing marketplace! অথচ এখন পর্যন্ত তাদের সদস্য সংখ্যা ৪৫২৬৮, প্রজেক্ট আছে ৩১টি আর এলান্স থেকে সম্পন্ন হওয়া প্রজেক্টের সংখ্যা শূন্য! কাজের হিসাব করলে তাদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট আউটসোর্সিং সাইটও বলা যায় না। সাইটটি নির্মাণের কারিগরি মানও নিম্নমানের। এর কোনো নিরাপত্তা নেই বলে জানিয়েছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা।

গণমাধ্যমে বিভ্রান্তকর 'প্রেস রিলিজ'

জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে বিভিন্ন পত্রিকায় 'প্রেস রিলিজ' ডুল্যান্সারের রিভিউ পাঠানো হচ্ছে। অনেক পত্রিকা এসব প্রেস রিলিজ যাচাই বাছাই না করেই ছেপে দিচ্ছে, আর সাধারণ মানুষও প্রথম সারির এসব পত্রিকায় ডুল্যান্সারের সংবাদ দেখে সহজেই বিশ্বাস করছে।

তাছাড়া পত্রিকায় ছাপা হওয়া প্রেস রিলিজের লিঙ্কগুলো বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের সাইটে দেয়া হচ্ছে, ডুল্যান্সারে যোগ দেয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের। গণমাধ্যমে প্রেস রিলিজ পাঠালেও তাদের জানানো হচ্ছে না যে ডুল্যান্সার প্রকৃত কোনো আউটসোর্সিং সাইট নয়, এটি শুধুই একটি এমএলএম ওয়েবসাইট। ইতোমধ্যে ৪ থেকে ৫টি জাতীয় দৈনিকে ডুল্যান্সারের রিভিউ ছাপা হয়েছে।

ফ্রিল্যান্সিং সাইট *Guru.com* হোম পেজ

যা বলেন ফ্রিল্যান্সারেরা

ব্লগার এবং ফ্রিল্যান্সার তাহের চৌধুরী সুমন (০১৮১২ ১৫৪৪৫৯) জানান, ডুল্যান্সার কোনো ফ্রিল্যান্সিং সাইট নয়। অথচ এটাকে ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবসাইট বলে সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। সাইটটিতে বিপুল টাকার বিনিময়ে তাদের যুক্ত করা হচ্ছে। আর আমাদের দেশের সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা হঠাৎ যখন শুনেছে যে ইন্টারনেটে টাকা কামানো যায়, তখন যাচাই বাছাই না করেই কিছু লোকের অপপ্রচারণার কবলে পড়ছে। তাদের নিজস্ব কোনো দক্ষতার উন্নয়ন না করে অকারণে এসব সাইটে বিপুল টাকা বিনিয়োগ ভবিষ্যতে ভালো কিছুই বয়ে আনবে না। বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে ডুল্যান্সারের মতো সাইট আমাদের দেশের সহজ সরল মানুষের মেধাগুলোকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। ইন্টারনেট সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায় সময়টাকে উপযুক্ত ব্যবহার না করে কিছু এমএলএম আর পিটিসি সাইটের পাল্লায় পড়ে নিজেদের মননশীলতা বিকিয়ে দিচ্ছে শিক্ষিত কিংবা অল্প শিক্ষিত ছেলেগুলো।

ফ্রিল্যান্সার রুবেল আহমেদ (https://www.facebook.com/rubel24) জানান, ডুল্যান্সারের কারণে সাধারণ মানুষ ফ্রিল্যান্সিং মানে এখন ওয়েবসাইট ক্লিক করাকে বোঝেন। এ ধরনের ওয়েবসাইট ক্লিক করে টাকা আয়ের চিন্তা যারা করবেন তারা জীবনেও সফল হবেন না। এ ধরনের কাজে যারা বিনিয়োগ করে উপার্জন করতে চান তাদের প্রতারণার শিকার হওয়ার সম্ভবনা ৯৯ শতাংশ। আর কিছু সংবাদপত্র ডুল্যান্সার সাইটকে প্রমোট করছে। তাদের বলবো ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে সংবাদ প্রকাশের আগে বিষয়টি নিয়ে আগে ভালোভাবে বুঝে নেবেন। আপনাদের দায়িত্বহীন সংবাদ প্রকাশ আমাদের দেশের ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরকে ধ্বংস করতে যথেষ্ট।

রহস্যময় ওয়েবসাইট লিজিং

ডুল্যান্সারের রহস্যের সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে এর ওয়েবসাইট লিজিং অপশন। একটি ওয়েবসাইট ৩৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ভাড়া দেয়া হয় ২ বছরের জন্য। ওয়েব সাইটটি ঘাটলে এবিষয়টি নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

সবিশেষ উল্লেখ্য : একটি সূত্র মতে আমরা জানতে পেরেছি, ডুল্যান্সারের মালিক হচ্ছেন জনৈক রোকন ইউ আহমেদ। রোকন ইউ আহমেদের ঘনিষ্ঠ একজন তার নাম না প্রকাশের শর্তে রোকন ইউ আহমেদের একটি ফোন নম্বর আমাদের সরবরাহ করেছেন। তিনি বলেন, এ ফোন নম্বরটি যে রোকন ইউ আহমেদের, সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। কিন্তু বার বার এই নম্বরে রোকন ইউ আহমেদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। বলা হচ্ছে, এই নম্বরে রোকন নামের কেউ নেই। ধারণা করা হচ্ছে, বিষয়টি আলোচনা-সমালোচনায় আসার পর থেকে তিনি এ ফোন নম্বরে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন।

ফিডব্যাক : *jabedmorsh@yahoo.com*